কাউবয়

আজিজুর রহমান খান
পুস্তক নং ৫৫৩ ...
ক্রয়ের সন ...১৯৯২... ...

উঁচু জমির মাঠগুলোতে চমৎকার ঘাস জন্মেছে। রে সাটন ভাবছে কেউ কেন এসব ব্যবহার করছে না। নিচে সমতল জমিতে যেসব গরু চরছে সেগুলো রোগা আর অর্ধভুক্ত। প্রায় অব্যবহৃত একটা সরু ট্রেইল ধরে উপরে উঠে এসেছে রে। কনটিনেন্টাল ডিভাইড পার হয়ে ওপাশে যাবে। ডিভাইডের রিজগুলোর ওপর গাছে ঘেরা ভাল ঘেসো জমি ওর নজরে পড়ল।

মাঠ জুড়ে সবুজ ঘাসের ওপর বাতাস লম্বা লম্বা ঢেউ তুলেছে। ঘাসের ওপর বিছান সূর্যের সোনালী আলো ; যেন আদর করছে। মাঠের ওপাশে গাছের ভিতর পানি পড়ার অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে। জেবরা ডানটাকে ঘুরিয়ে ওদিকেই এগোল সে। গাছের আড়াল থেকে তিনজন আরোহী বেরিয়ে এল। ওকে দেখার সাথেসাথে চট করে থেমে দাঁড়াল ওরা।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোচ্ছে রে। আরোহী তিনজন ঘুরে ওর দিকেই দ্রুত ছুটে আসছে। লম্বা একটা লোক ছাই

রঙের ঘোড়ার পিঠে সবার আগে রয়েছে। বাকি দুজনকে কাউ-হ্যাণ্ড বলে চেনা যায়। সবার কোমরেই পিস্তল। লম্বা লোকটার কঠিন মেদহীন গালে একটা ছুরির ক্ষত চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। 'এই যে, দাঁড়াও!' ঘোড়া থামিয়ে হুঙ্কার দিল সে। 'এখানে তুমি কি করছ?'

রে সাটন ঘোড়া থামাল। জিনের ওপর সহজ ভঙ্গিতে বসে আছে সে। 'কেন, নিজের রাস্তায় যাচ্ছি।' শান্ত কণ্ঠে জানাল রে। 'তবে আমার কোন তাড়া নেই। এই পথে কি চলা নিষেধ?'

'এটা ট্রেইল না।' বিশাল লোকটার চোখে মাতব্বরি ভাব। 'ঘুরে যে পথে এসেছ সেই পথেই ফিরে যাও! ট্রেইলটা রায়ার-সনের ভিতর দিয়ে গেছে।'

'আমার পথ থেকে ওটা বিশ মাইল দূরে,' আপত্তি জানাল রে। 'এদিক দিয়েই আমার সুবিধা, তাই এই পথেই যাব বলে ঠিক করেছি।'

লোকটার চোখ কঠিন হল। 'উইলফ্রিড তোমাকে এই বদ বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছে?' প্রশ্ন করল সে। 'তাই যদি হয়, ওকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার! তোমাকে ভাল মত দুরস্ত করেই ওর কাছে ফেরত পাঠাব! ধর ওকে!'

লোকদুটো রওনা হয়ে হঠাৎ থমকে জমে গেল। চোখের ভুল নয়, সাটনের হাতে সত্যিই একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে। 'এস,' আমন্ত্রণ জানাল রে, 'আমাকে দুরস্ত করবে না?'

ঢোক গিলে স্থির দাঁড়িয়ে রইল ওরা। লম্বা লোকটার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। 'আচ্ছা—একজন পিস্তলবাজ, না? ওই খেলা আমরাও জানি! দিন শেষ হওয়ার আগেই আমি কর্কি ফ্লেচারকে এখানে হাজির করব!'

কর্কি ফ্লেচার? একটু চমকাল রে। লোকটা আউটল, একজন হৃদয়হীন খুনী—ডজনখানেক জায়গায় ওর নামে হুলিয়া আছে। 'শোন, গাল কাটা,' রুক্ষভাবে বলল সে, 'তোমাকে আমি চিনি না, আর উইলফ্রিডের নামও কখনও শুনিনি। কিন্তু লোকটা যদি তোমাকে অপছন্দ করে তবে বলব, এটা তারই ক্রেডিট। কর্কি ফ্লেচারের মত লোক যে পোষে বা ভাড়া করে সে একটা কয়োট!'

গাঢ় লাল হল লোকটার মুখ, চোখ দুটোয় নীচ বিদ্বেষ। 'কর্কিকে আমি কথাটা জানাব!' খেঁকিয়ে উঠলো সে। 'শুনে ও খুব খুশি হবে! তোমাকে খুন করার জন্যে ওর এটুকু অছিলাই যথেষ্ট!'

ঠাণ্ডা ভাবেই পিস্তল খাপে ভরল রে। কিন্তু ওর চোখ দুটো এখনও সামনের তিনজনের ওপর। 'ইচ্ছে করলে তোমরা পিস্তল বের করতে পার,' উদ্ধত স্বরে বলল সে। 'তোমাদের গুলি করে জিন থেকে মাটিতে ফেলতে আমার একটুও অনুতাপ হবে না।

'আর তুমি'—সাটন লম্বা লোকটার দিকে চোখ ফেরাল—পরে শেখার চেয়ে এখনই অচেনা বিদেশীর সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয় শিখে নাও। এই এলাকা বেড়া দিয়ে ঘেরা নয়, আর দেখে বোঝা যাচ্ছে কেউ ব্যবহারও করে না। কারও এই পথে চলায় বাধা দেয়ার কোন অধিকার তোমার নেই। আমি যেতে চাইলে, যাবই। বুঝেছ?'

একজন কর্মচারী মুখ খুলল। ওর স্বরটা উৎকণ্ঠিত। 'বিদেশী,

জাস্টিন স্লেডের সাথে এভাবে কথা বলার পর তোমার লেজ গুটিয়ে এদেশ ছেড়ে পালান উচিত! এই দেশের সবকিছু সে-ই চালায়!'

হ্যাটটা একটু পিছনে ঠেলে দিয়ে কর্মচারী থেকে লম্বা লোকটার দিকে চোখ ফেরাল রে। চুপচাপ আর শান্ত স্বভাবের লোক হলেও মারপিট তার খুব প্রিয়। নিজে কখনও ঝামেলা না বাধালেও, যদি কেউ সেধে লাগতে আসে, তাহলে এড়িয়ে না গিয়ে মোকাবিলা করাই ওর অভ্যাস।

'আমাকে চালায় না সে,' হাসি মুখেই জবাব দিল রে। 'আমার ব্যক্তিগত ধারণা লোকটা বড় টিনের বাক্সে ছোট্ট এক টুকরো পাথর—বাজে বেশি, কাজে কিছু নয়।'

তামাক বের করে শান্তভাবে সিগারেট তৈরি করতে শুরু করল সে। ওর মুচকি হাসি লোকগুলোকে ড্র করতে চ্যালেঞ্জ করছে। 'তোমার কি করে ধারণা হল তুমিই এদেশটা চালাচ্ছ? আর উইলফ্রিড লোকটাই বা কে?'

জাসটিনের চোখ দুটো ছোট হল। 'তুমি ভাল করেই জান সে কে!' রাগের সাথে বলে উঠল সে। 'উইলফ্রিড স্কট একজন দুই পয়সার হবু ক্যাটলম্যান। লোকটা আমার রেঞ্জের দিকে হাত বাড়াতে চায়!'

'যেমন এইসব?' হাত নেড়ে আশেপাশের মাঠগুলো দেখাল সাটন। 'আমার তো মনে হয় না গত কয়েক মাসের মধ্যে এদিকে কোন গরু-ঘোড়া এসেছে! তুমি চাওটা কি? বলতে চাও এদেশের সব ঘাসই তোমার?'

'এটা আমার!' জোর দিয়ে বলল জাসটিন। 'এখনও এখানে একটা ট্রেইল করিনি বটে, কিন্তু তার মানে এই না যে—'

'ও, এই ব্যাপার?' চিন্তাযুক্ত মনে ওদের যাচাই করল রে। 'ঠিক আছে, জাসটিন, তোমার লোকজন নিয়ে এবার তুমি সোজা বাড়ি ফিরে যাও। ভাবছি এখানেই র‍্যাঞ্চ করব আমি।'

'কি করবে?' চেঁচিয়ে উঠল জাসটিন। তারপর তিক্ত একটা গালি দিল।

'সাবধান, গুড ডগ্!' হাসিমুখেই সতর্ক করল রে। 'কান মলে তোমাকে শায়েস্তা করতে বাধ্য কর না!'

অপমানটা এবার ওর চামড়া ভেদ করল। চোখের পলকে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল জাসটিন। কিন্তু পিস্তলের বাঁটে হাত দিয়েই দেখল সাটনের পিস্তলটা ওর দিকেই তাক করে চেয়ে আছে।

'তোমাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই, জাসটিন। আমাকে ওদিকে ঠেলে নিও না,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল সে। মৃত্যুর হাত থেকে কত অল্পের জন্য রেহাই পেয়েছে ভেবে স্লেডের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীরে পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে নিল র‍্যাঞ্চার।

'এখানেই এর শেষ নয়।' রুক্ষ স্বরে ঘোষণা করল সে। 'তুমি এখান থেকে স্বেচ্ছায় না গেলে আমরাই তোমাকে দাবড়ে তাড়াব!'

ঘোড়ার পিঠে বসে ওদের যাওয়া দেখল রে। তারপর কাঁধ ঝাঁকালো। 'কি আছে, পার্টনার?' ডানটাকে বলল সে, 'আমরা

নির্দিষ্ট কোথাও যাচ্ছিলাম না। চল, জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে, উইলফ্রিডের সাথে মোলাকাত করতে যাই।'

সূর্যটা পশ্চিমের পাহাড়ে পাইন গাছের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। এই সময়ে সাটনের ডানটা কাপের মত উপত্যকায় নামল। র‍্যাঞ্চের দালানগুলো মজবুত। সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এটাই উইলফ্রিড স্কটের বিরাট র‍্যাঞ্চ। সুগঠিত কাঠামো আর সোনালী চুলের একটা আকর্ষণীয় মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে হাত দিয়ে রোদ আড়াল করে রে-কে দেখছে।

লাগাম টেনে থেমে হ্যাটটা পিছনে ঠেলে দিল সে। 'ম্যাম, আমি উইলফ্রিড স্কটের খোঁজে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি ভুল মানুষকে খুঁজছিলাম। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমিই এখানকার বিগ বস। আমি লক্ষ্য করেছি, সোনালী চুলের মেয়েরা সাধারণত একটু বস্‌সি (bossy) হয়!'

'আর আমি খেয়াল করেছি, অপদার্থ ভবঘুরে কাউহ্যাণ্ডরা স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে!' খোঁচা দিল মেয়েটা। 'বেশি স্মার্ট! তুমি আবার মুখ খোলার আগেই জানিয়ে রাখছি আমাদের কোন কাজের লোক দরকার নেই—সেরা কাজের লোক হলেও না। নিজের সম্পর্কে হয়ত তোমার ওই ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে।

'যদি খাবার জন্যে এসে থাক, তবে খাবার ডাক না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তারপর দলে ভিড়ে যেও। সবাইকেই আমরা খাওয়াই, নেড়ি কুকুর বা ফকিরমিসকিনও বাদ যায় না।'

ওর দিকে চেয়ে হাসল রে। 'ঠিক আছে, গোল্ডি। আমি অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের উইলফ্রিড স্কটকে খুঁজে বের করা দরকার, কারণ ওর সাথে আমি গরু কেনার একটা ডীল করতে চাই।'

'তুমি? গরু কিনবে?' মেয়েটার সুরে অবজ্ঞা। 'তুমি একটা গুলবাজ ভবঘুরে!' আগুনের ঝিলিক দেখা গেল ওর চোখে। কিন্তু তার পিছনে একটা সজীব কৌতূহলও উঁকি দিচ্ছে লক্ষ্য করল রে।

'আমার কিছু গরু দরকার,' বলল সে। 'ওখানে উঁচু জমিতে র‍্যাঞ্চ করার ইচ্ছা আমার।'

মেয়েটা ঘুরে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর কথা শুনে বিস্ফারিত চোখে ফিরে তাকাল। 'কি বললে?!'

বাড়ির কোনায় থমকে দাঁড়ান বয়স্ক লোকটাকে দুজনের কেউ লক্ষ্য করেনি। ওর চোখ দুটো সাটনের ওপর স্থির হয়ে আছে। 'হ্যাঁ,' বলল সে। 'কি বলছিলে? তুমি ওই পাহাড়ের উপর র‍্যাঞ্চ করতে চাও?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' উইলফ্রিড স্কটের দিকে ফিরে তাকাল রে। চেহারায় লোকটাকে ওর পছন্দ হল। 'আমার কাছে ষাটটা ডলার, একটা ভাল ঘোড়া, একটা দড়ি, আর দৃঢ় সঙ্কল্প আছে। তোমার কাছ থেকে আমি তিনশো গরু, দুটো ঘোড়া, দুটো প্যাক মিউল, আর কিছু খাবার কিনতে চাই।'

মেয়েটা চটে উঠে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু উইল ওকে হাত তুলে থামাল। 'কিন্তু, ইয়াং ম্যান, তুমি ষাট ডলার দিয়ে এত কিছু কিভাবে কিনবে বলে ভাবছ?'

রে হাসল। 'কেন, মিস্টার স্কট? আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি ওখানকার ভাল ঘাসে গরু চরিয়ে অল্পদিনেই ওদের মোটা-তাজা করে তুলতে পারব। কিছু বিক্রি করে সুদ আর আসলের কিছু অংশ শোধ করে দেব—পরের বছর আমি আরও ভাল করতে পারব। অবশ্য ছয়শো গরু হলে আমার পক্ষে টাকাটা আরও জলদি শোধ দেয়া সম্ভব হবে—আর ওখানে ছয়শো গরু পালার মত যথেষ্ট ঘাস আছে। আরও ভাল হয় ওখানে যদি আমাকে রান্না করে খাওয়ান, আর মোজা সেলাই করে দেয়ার মত কেউ থাকে। প্রস্তাবটা কেমন, গোল্ডি?'

'ওহ, নির্লজ্জ, বেহায়া, অহঙ্কারী উন্নাসিক!'

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে তুমি নিজেই গিয়ে জায়গাটা দেখে এসেছ,' একটু চিন্তামগ্নভাবে বলল স্কট। 'কিন্তু ওখানে কারও সাথে তোমার দেখা হয়নি?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। তিনজন বেয়াড়া লোকের সাথে দেখা হয়েছে। ওদের একজনের গালে কাটা দাগ আছে। আমার বিশ্বাস ওর নাম জাসটিন স্লেড।'

এখন ব্যাপারটা রীতিমত উপভোগ করছে রে। সে লক্ষ্য করেছে ওই লোকগুলো, আর বিশেষ করে জাসটিন স্লেডের নাম শুনে মেয়েটার চোখ বিস্ময়ে বড় হয়েছে। নিজের চেহারা স্বাভাবিক রাখল সে।

'ওরা তোমাকে কিছু বলেনি?' বিশ্বাস করতে পারছে না স্কট। 'কিছুই বলেনি?

'ওহ্, হ্যাঁ। ওই স্লেড লোকটা আমাকে ওই এলাকা দিয়ে যেতে দেখে খুব চটে উঠেছিল। আমাকে সে রায়ারসন হয়ে ঘুরে যাবার আদেশ দিল। ওই সময়ে ওখানকার ঘাসের ওপর আমার নজর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমি। ওর ধারণা তুমিই আমাকে ওখানে পাঠিয়েছ।'

'তুমি ওকে তোমার থাকার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছ?'

'নিশ্চয়! তবে আমার প্ল্যানটা সে বিশেষ পছন্দ করেনি। বলছিল, কর্কি ফ্লেচার নামে একজন আছে, সে আমাকে ওখান থেকে তাড়াবে।'

'ফ্লেচার একজন মারাত্মক লোক—খুনী,' বিষণ্ণ সুরে জানাল স্কট।

'তাই নাকি? ভাল কথা! ওই স্লেড লোকটা বেশ বড় জাল ফেলেছে মনে হচ্ছে?'

হঠাৎ খাবার ঘণ্টা বেজে উঠল। সাটনের মনে পড়ে গেল সকালে সামান্য নাস্তার পর তার আর কিছু খাওয়া হয়নি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল সে। কথা না বাড়িয়ে ডানটাকে নিয়ে করালে ঢুকিয়ে জিন খুলতে ব্যস্ত হল।

'বাবা,' গোল্ডি বাবার কাছে সরে এল, 'আচ্ছা, ও-ই পাগল, নাকি আমরা? তোমার মনে হয় সে সত্যিই স্লেডকে দেখেছে?'

চিন্তিত মনে সাটনের দিকে তাকিয়ে আছে উইল। ওর দুটো নিচু করে ঝোলান পিস্তল, আর চলাফেরার সহজ সাবলীল ভঙ্গি লক্ষ্য করছে সে। 'গোল্ডি, আমার মনে হয় না লোকটা পাগল, স্লেডই পাগল। আমি ওকে গরু দেব।'

'বাবা !' অবাক হয়েছে মেয়েটা। 'নিশ্চয় ওকে তুমি তিনশো গরু দিচ্ছ না ?'

'না, ছয়শোই দেব,' জবাব দিল উইল। 'ছয়শোতে ধার শোধ করা ওর জন্যে সহজ হবে। কি ঘটে আমি দেখতে চাই। আমার মনে হয় আমরা যতটুকু শুনেছি তারচেয়ে অনেক বেশি ঘটনা আজ ওখানে ঘটেছে। আমার বিশ্বাস কেউ ওর পা মাড়িয়ে দিয়েছে—হয়ত ওর প্রত্যেকটা আঙুলেই কর্ন আছে !'

খাওয়া শেষ হলে সাটনের দিকে তাকাল উইল। খাওয়ার মাঝে কোন কথা বলেনি রে। 'ছয়শো গরু তোমার কবে চাই?' প্রশ্ন করল স্কট। 'সামনের সপ্তাহে ?'

চারজন কাউহ্যাণ্ড চমকে মুখ তুলে তাকাল, কিন্তু সাটনের মধ্যে কোন পরিবর্তন এল না। 'আগামীকাল সূর্য ওঠার আগে,' শান্ত স্বরে বলল রে। এই র‍্যাঞ্চের আশেপাশে যেগুলো আছে সেগুলোই আমি নেব। তোমার লোকজনের একটু সাহায্যও আমার দরকার হবে। দুপুরের আগে গরু নিয়ে আমাকে ওখানে হাজির হতেই হবে !'

উইলফ্রিড স্কটের চোখ চকমক করে উঠল। 'তুমি দেখছি ঘোড়ায় জিন চড়িয়েই বসে আছ, বাছা—খুব ঝটপট কাজে নামতে চাও। কিন্তু নিশ্চয় জান স্লেড লোকজন নিয়ে ওখানে হাজির থাকবে ? এটা সে সহ্য করবে না।'

'স্লেডের লোকজন দুপুরের আগে ওখানে পৌঁছতে পারবে না,' শান্তভাবেই বলল রে। 'ওদের আগেই আমি ওখানে পৌঁছতে চাই। হ্যাঁ, ভাল কথা, কেবিন তৈরির জন্যে আমার কিছু যন্ত্রপাতি দরকার হবে। ঝর্নার ঠিক পশ্চিমেই তৈরি করব একটা মজবুত কেবিন।'

হঠাৎ গোল্ডির দিকে ফিরল সে। এতক্ষণ মেয়েটা চুপ ছিল। ও যেন জানত রে তাকে কিছু বলতে চায়—চোখ তুলে তাকাল সে।

'রান্নার কাজটার ব্যাপারে কিছু ভেবেছ ?' প্রশ্ন করল সে। 'আমি নিজের রান্না খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। প্রয়োজন হলে রাঁধুনীকে বিয়ে করে ওখানে নিতেও আমি রাজি !'

গোলগাল চেহারার একজন কাউহ্যাণ্ড গালভরা খাবার নিয়ে বিষম খেল। শেষ পর্যন্ত ওকে টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে হল। বাকি সবাই প্লেটের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসছে। গোল্ডি স্কটের চেহারা ফ্যাকাসে হল, পরে গাঢ় লাল। 'তুমি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে, 'তুমি কি আমাকে চাকরি অফার করছ, নাকি বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছ ?'

'প্রথমে এটা কাজ হিশেবেই থাক,' গম্ভীরভাবে বলল রে। 'আমি তোমার রান্না এখনও খাইনি। তুমি পরীক্ষায় পাশ করলে তখন সিরিয়াস কথাবার্তা বলা যাবে।'

গোল্ডির ঠোঁট পর্যন্ত সাদা হল এবার। 'তুমি যদি মনে করে থাক আমি তোমার মত মাথা-মোটা দাম্ভিক লোকের জন্যে রান্না করব বা তোমাকে বিয়ে করব, তবে ভুল করেছ। তুমি কি করে ভাবলে আমি চালচুলোহীন একজন অপদার্থ যাযাবরকে বিয়ে করব ? তুমি নিজেকে কি ভাব ? তুমি কে ?'

উঠে দাঁড়াল রে। 'ম্যাম, আমার নাম হচ্ছে রে সাটন। আমিকে জিজ্ঞেস করলে বলব, আমি সেই লোক, যার জন্যে তুমি

রাঁধবে। কাল ভোরেই আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু পরদিনই আবার ফিরব। সুতরাং আমার জন্যে একটা আপেল পাই তৈরি করে রেখ—আমি অনেক ফল দিয়ে তৈরি, মোটা আর রসাল পাই পছন্দ করি।'

ঠাণ্ডাভাবেই বাইরে বেরিয়ে শিস দিতে দিতে করালের দিকে এগোল সে। উইল স্কট হাসি মুখে তার মেয়ের দিকে তাকাল। কাউহ্যাণ্ডরা তাড়াতাড়ি সাপার সেরে বেরিয়ে গেল।

মাত্র ভোর হয়েছে, বাতাসটা এখনও ঠাণ্ডা। ঘুম থেকে জেগে গোল্ডি হঠাৎ বাইরে গরু ডাকার আওয়াজ শুনতে পেল। সাথে কাউহ্যাণ্ডদের টেক্সাস স্টাইলে গরু ড্রাইভ করার চিৎকার। তাড়াতাড়ি জামা পরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। গরু জড় করে পাহাড়ের দিকে রওনা হওয়ার জন্যে কাউহ্যাণ্ডরা তৈরি হয়েছে। অনেক দূরে একজন একক আরোহীকে চিনতে পারল সে। লোকটা গানসাইট পাস-এর দিক দিয়ে পাহাড়ী মাঠের পথে এগোচ্ছে।

এক ঘণ্টা পর ওর বাবা ফিরে এল, মুখটা গম্ভীর। আড়চোখে চট করে মেয়ের মুখটা একবার দেখে নিল সে। 'ওই ছেলেটার নার্ভ আছে!' বলল উইল। 'এবং কাজেও দারুণ।'

'কিন্তু বাবা,' প্রতিবাদ করল গোল্ডি, 'ওরা ওকে মেরে ফেলবে! লোকটা একেবারে তরুণ, আর স্লেড মারাত্মক নিষ্ঠুর! ওর কথা আমি শুনেছি!'

মাথা ঝাঁকাল উইল। 'জানি, কিন্তু ক্যাসপারের কাছে শুনলাম এই রে সাটন টাম্বলিঙ কে র‍্যাঞ্চে ওয়ার্ড ম্যাককুইনের ডানহাত ছিল। ওই সময়ে রাসলার দলের সাথে ওদের প্রচণ্ড লড়াই হয়। ক্যাসপারের কথা অনুযায়ী পিস্তলে সাটনের দুর্দান্ত হাত।'

কিন্তু গোল্ডির দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না। 'ড্যাড, তোমার কি মনে হয়?'

হাসল সে। 'কেন ভাবছ, জানি, ওই লোক যদি আমি যা বুঝেছি তাই হয়, তবে স্লেডের এই এলাকা ছেড়ে টেক্সাসে পালাতে হবে। আর তোমার হয়তো ওই আপেল পাই তৈরি শুরু করাই ভাল!'

'বাবা!' কপট রাগ দেখাল বটে, কিন্তু বারান্দার ওপর আর একটু এগিয়ে, বড় বড় চোখে দূরের আরোহীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

রে সাটনের মনে কোন ভ্রান্তি নেই। পশ্চিমেই ওর জন্ম এবং এখানেই বড় হয়েছে। জাসটিন স্লেডের মত লোকের স্বভাব ওর জানা আছে। শক্ত কাউহ্যাণ্ড আর পিস্তলবাজ লোকের সাহায্যে যত খুশি জমি সে গায়ের জোরে দখল করে রাখতে পারবে। এবং ওই উঁচু জমির মাঠগুলো লড়ে রক্ষা করার উপযুক্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই।

রে জানে সে ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ জোর খাটিয়ে তাকে খেয়াল-খুশি মত চালাবে, এটা সহ্য করতে রাজি নয়। মুক্ত দেশের মুক্ত বাতাসে বড় হয়েছে ও। স্লেডের বেশি মাতব্বরি ওকে খেপিয়ে তুলেছে। তবে র‍্যাঞ্চ করার সিদ্ধান্তটা ওর হঠাৎ করে মনে জাগলেও ছেলেবেলা থেকেই ওর এই ইচ্ছাই ছিল। পরে যা-ই ঘটুক না কেন এখন

সে ওই রেঞ্জে গিয়ে উঠবে, এবং দরকার হলে ফাইট করবে।

সময় নষ্ট করা যাবে না। স্লেড তার কথাকে খেলো কাউ হ্যাণ্ডের বড়াই মনে করে গুরুত্ব নাও দিতে পারে; কিন্তু অন্য দিকে, কথাটা সে সিরিয়াসলি নিয়ে থাকলে লোকজন নিয়ে তৈরি হয়েই আসবে। ওদের আগেই সাটন ওখানে পৌঁছতে চায়। গরুগুলো পরে এলেও চলবে।

ডানটা ছুটতে চাইছে। লাগামে ঢিল দিয়ে ওকে ছুটতে দিল রে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পানির ধারে পৌঁছে গেল। সে-ই ওখানে প্রথম পৌঁছেছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

লাফিয়ে নেমে নিজে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াল। তারপর কেবিনের জন্য বেছে রাখা জায়গায় সাথে করে আনা কুড়ালটা রাখল। ক্যাসপারের কাছে শুনেছে পাহাড়ের ওপাশ থেকে ঘোড়ার পিঠে ওপরে ওঠার একটা রাস্তা ক্লিফের ভিতর দিয়ে ঘুরে পানির কাছে এসে থেমেছে। ঘোড়াটা রেখে ওদিকেই এগোল সে।

তিন কদমও যায়নি, পিছন থেকে কারও দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দ কানে এল। ঘুরতে যাবে, এই সময়ে খুলির ওপর পিস্তলের আঘাত পড়ল। টলতে টলতে আক্রমণকারীর ঝাপসা আকৃতি দেখতে পেয়ে ঘুসি চালাল রে। ঘুসিটা ভালমতই লাগল, কিন্তু মাথার ওপর আর একটা বাড়ি খেয়ে ক্লিফের ধারে ঘাসের ওপর পড়ল সে। ওর নিচ থেকে মাটি ধসে পড়ল। গড়াতে গড়াতে নিচে নামার পথে একটা ঘন গ্রীজউড ঝোপের সাথে ধাক্কা খেল।

কিছুক্ষণ হল খোলা চোখে অর্ধচেতন অবস্থায় সে পড়ে আছে। মাথাটা অসহ্য ব্যথায় দপদপ করছে। নড়ার চেষ্টা করে বুঝল একটা পা আড়ষ্ট হয়ে আছে। স্থির হয়ে শুয়ে কি ঘটেছে মনে করতে চাচ্ছে।

মাথায় দুবার আঘাত পেয়ে নিচে পড়ার কথা ওর মনে পড়ল। আরও নিচে ঝোপ পিটানর শব্দ হচ্ছে। তারপর একটা গলার স্বর শোনা গেল। 'নিশ্চয় হামাগুড়ি দিয়ে সরে পড়েছে, কর্কি। লোকটা এখানে নেই!'

একজন গাল দিল। নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে চুপচাপ স্থির হয়ে পড়ে রইল রে। চাইছে ওরা চলে যাক। নিশ্চয় ক্লিফের ঢালে গজান ম্যানজেনিটার ঝোপে সে ঝুলে আছে। উপর থেকে গরুর ডাক শোনা যাচ্ছে। তাহলে গরুগুলো পৌঁছে গেছে। কিন্তু ওর সাথের লোকজন কই?

অনুসন্ধানকারীরা অনেকক্ষণ খোঁজার পর শেষে ক্ষান্ত হল। ওরা চলে গেলে নড়াচড়ার সুযোগ পেল রে। গাছের গোড়া শক্ত করে ধরে ঘুরল। ওর পা রক্তাক্ত, কিন্তু ভাঙেনি। ঝোপের মধ্যে ফেঁসে আছে ওটা—ট্রাউজার্সটা ছিঁড়েছে। সাবধানে কোমরের কাছে হাত বুলিয়ে দেখল খাপে একটা পিস্তল আছে, অন্যটা নেই।

খুব সতর্কভাবে, কোন শব্দ না করে ঝোপ আর বেরিয়ে থাকা পাথরের সাহায্য নিয়ে ক্লিফের খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল রে। নিচে নেমে ঢালের ওপর যেখানে ঝুলে ছিল সেই ঝোপের বরাবর হারান পিস্তলটা খুঁজে পেল। ওটা একটা পাহাড়ী মেহগনি গাছের মাথায় ঝুলছিল।

পিস্তল দুটো চেক করে নিয়ে ধীরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঝোপের ভিতর ঢুকল সাটন। এইটুকু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে ধপ করে বসে পড়ল। পায়ে খারাপভাবে চোট পেয়েছে সে, মাথাটাও চক্কর কাটছে।

চোখ কুঁচকে কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। কিন্তু মাথার ভিতর অনবরত হাতুড়ি পেটা চলতেই থাকল। ব্যথায় মাথাটা ফুলে উঠেছে। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর উঠল সে। লক্ষ্য করল সূর্যটা মাথার ওপর থেকে অনেকটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

ঝোপের আড়াল দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠতে শুরু করল সাটন। অর্ধেক পথ উঠে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার উঠছে। পানি ওর অত্যন্ত বেশি দরকার হয়ে পড়েছে, তাছাড়া উপরে কি ঘটেছে সেটাও তার জানা প্রয়োজন। গরু-গুলো এসেছে, কিন্তু স্কটের কাউহ্যাণ্ডদের নিশ্চয় তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে স্লেডের লোকজন বেশি। তিক্তভাবে গোল্ডির কাছে নিজেকে জাহির করে বলা কথাগুলো ভাবল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল? বাহাদুরি দেখিয়ে ছেলেমানুষের মত ওদের পাতা ফাঁদে ধরা দিল।

থেমে থেমে বিশ্রাম নিয়ে জল-প্রপাতটার কাছে পৌঁছতে ওর প্রায় একঘণ্টা লেগে গেল। সুযোগ বুঝে পানিতে নেমে পানি খেল সে। তারপর ঝোপের ভিতর ঢুকে নিজের পা-টা ভাল করে পরীক্ষা করল। ভাঙেনি—ডালের বাড়িতে কেটে-ছিঁড়ে গেছে। কিছু রক্তও সে নিশ্চয় হারিয়েছে। সাবধানে ঠাণ্ডা পানিতে ক্ষত ধুয়ে শার্ট ছিঁড়ে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল।

কাজ শেষ করে ঝোপের আরও ভিতরে ঢুকে আহত জন্তুর মত চোখ বুজে পড়ে রইল। পা আর মাথা ব্যথা করছে ওর।

এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুম ভাঙলে ধোঁয়ার গন্ধ পেল। রাত হয়েছে, আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। অন্ধকারে মাথা উঁচু করে চারপাশে তাকাল ে। ঝর্নার ওপাশে আগুনের আলো দেখা যাচ্ছে। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে কয়েকজনকে নড়েচড়ে বেড়াতে দেখল। একজন বসে আছে। ঝর্নাটা ওখানে বিশ ফুটের বেশি চওড়া হবে না। ওদের গলার স্বর পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও।

'ওদের এবার খতম করে ফেলাই ভাল, জাসটিন,' ভারি গলায় একজন বললো। 'স্কটই এই গরুগুলো এখানে পাঠিয়েছে, মনে হয় একটা গোলমাল বাধাতে চাচ্ছে। চল, আজ রাতেই ওখানে হামলা করি।'

'আজ রাতে নয়, কর্কি,' স্লেডের কণ্ঠ ধীর আর পাতলা। 'আমি আগে নিশ্চিত হতে চাই। যখন আঘাত হানব, ওদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে যেন কেউ নালিশ বা কোন কেস খাড়া করতে না পারে। ওদের কেউ বেঁচে না থাকলে সবাইকে আমাদের বানানো গল্পই বিশ্বাস করতে হবে।'

'আসলে এই মাঠগুলোর মালিক কে?' প্রশ্ন করল কর্কি।

কাঁধ ঝাঁকাল স্লেড। 'যে রাখতে পারে তারই। স্কট এটা চেয়েছিল, কিন্তু সবাইকে এর থেকে দূরে থাকতে বলে দিয়েছি আমি। বলেছি আমি নিজেই এটা চাই, কেউ উল্টো-সিধা কিছু

করতে চাইলে কি ঘটবে তাও জানিয়ে দিয়েছি।'

'এই গরুগুলো যখন হাতের কাছে এসেছে তখন এগুলো রেখে দিলেই হয়; পরে বাকিগুলো নিয়ে আসা যাবে,' বলল কর্কি। 'আমাদের বন্দুকের জোর আছে। ওরা সবাই মারা পড়লে আমরা বলব ওরাই লড়াই শুরু করেছিল—কে জানবে?'

'নিশ্চয়। আমারও প্ল্যান তাই,' সমর্থন করল জাসটিন। 'তাছাড়া স্কটের র‍্যাঞ্চটাও আমার চাই।' হাসল সে। 'শুধু র‍্যাঞ্চ না, ওর আরও কিছু আছে যা আমি চাই।'

'আজ রাতেই তা করতে দোষ কি? ওর মাত্র চারজন কর্মচারী, তাদেরও একজন মারাত্মকভাবে আহত বা মৃত। এবং আরও একজন কিছুটা চোট পেয়েছে।'

'তা ঠিক, কিন্তু আমি প্রথমে সাটনকে চাই। লোকটা এখানেই কোথাও আছে। আহত হয়েছে সে—ওকে আমরা ক্লিফের তলায় পাইনি, নিশ্চয় কোন উপায়ে সে সরে পড়েছে। ওকে আগে হাতের মুঠোয় পেতে চাই আমি।'

আর একটু ভিতরে ঢুকে একটা কর্মপন্থা ভেবে বের করার চেষ্টা করছে রে। তার রাইফেলটা ঘোড়ার পিঠেই রয়ে গেছে, আর ডানটার কি হয়েছে তা ওর জানা নেই। স্কটের কর্মচারীরা নিশ্চয় র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে। সে-ই স্কটকে এই ফাইটে জড়িয়েছে—এখন উইল স্কটকে তারই বাঁচাতে হবে। কিন্তু কিভাবে?

জেবরা ডানটাকে সে চেনে। সহজে কোন অপরিচিত মানুষ ওকে ছুঁতে পারবে না। সম্ভবত ঘোড়াটা খোলা মাঠেই কোথাও আছে। আগুনের ধারে কম পক্ষে ছয়জন মানুষ রয়েছে, এবং আরও দু'একজনকে নিশ্চয় স্কট-র‍্যাঞ্চের ট্রেইলটা পাহারা দেয়ার জন্যে রাখা হয়েছে।

মনে হচ্ছে যেটা সামলাতে পারবে না এমন একটা কাজেই হাত দিয়েছিল সে। হয়ত গোল্ডির কথাই ঠিক—সে শুধু বড় বড় কথাই বলতে পারে, কিন্তু কাজে অকর্মা। চিন্তাটা ওকে নাড়া দিয়ে সজীব করে তুলল। নিঃশব্দে ঝর্না থেকে আরও দূরে সরে গেল রে। যা করার তাকে শিগগিরই করতে হবে।

আগুনের ধারে স্লেডের ক্যাম্প ধীরে ধীরে নিশ্চুপ হয়ে আসছে। লোকজন একেএকে শুয়ে পড়তে শুরু করেছে। ভারি দেহের একজন দাড়িওয়ালা লোক আগুনের ধারে পাহারায় বসে ঝিমাচ্ছে। আর কোন গার্ড নেই।

একেবারে নিঃশব্দে ঝর্না পেরিয়ে এগোল রে। খুব ধীরে পা টিপেটিপে এগোচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওদের নাক ডাকতে শুরু করল। লম্বা 'টিক' চিহ্নের মত একটা ডাল সংগ্রহ করে অর্ধ-চক্রাকারে ঘুরে ঘুমন্ত লোকগুলোর কাছে চলে এল রে। মাত্র ফুট তিনেকের ব্যবধান।

অত্যন্ত সাবধানে ডালটা বাড়িয়ে সবচেয়ে কাছের লোকটার পাশ থেকে পিস্তল সহ বেল্টটা তুলে নিল সে। একেএকে সবার পিস্তলই তুলে নিল—কেবল গার্ড আর কর্কি ফ্লেচারের পিস্তল বাকি রইল।

এবার উঠে দাঁড়িয়ে খুব সতর্ক ভাবে এগিয়ে ঘুমন্ত গার্ডের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে। এখন তাকে সবথেকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজটা করতে হবে। ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই। কোল্টটা

গার্ডের দিকে তাক করে আট-দশ ফুট দূর থেকে একটা নুড়ি ছুঁড়ে মারল ওর বুকে। লোকটা একটু নড়ে উঠল, কিন্তু চোখ খুলে তাকাল না। দ্বিতীয় নুড়িটা ঘাড়ের ওপর পড়ল। এবার চোখ তুলে তাকিয়ে রে-কে দেখতে পেল। হাতের পিস্তলটা দেখে ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চুপ থাকার নির্দেশটা অমান্য করল না সে।

চোখ বিস্ফারিত করে একটা ঢোক গিলল গার্ড। ওর ফোলা গাল দুটো রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। ইশারায় ওকে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিল রে। কাছে এলে ওকে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে খাপ থেকে পিস্তলটা তুলে নিল। এতক্ষণে লোকটার হুঁশ ফিরল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল গার্ড। 'জাসটিন! কর্কি! সেই লোক!'

ধাক্কা দিয়ে ওকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে অন্যপাশে সরে গেল সাটন। ওর দুহাতে দুটো পিস্তল। চিৎকার শুনে সবাই ধড়মড় করে উঠে বসেছে। 'সবাই স্থির থাক,' হাসিমুখে বলল সাটন। 'দরকার না হলে তোমাদের কাউকেই আমি মারতে চাই না। এবার ফ্লেচার ছাড়া বাকি সবাই বাম দিকে সরে দাঁড়াও।'

ওরা নড়ার সময়ে সতর্ক দৃষ্টিতে সবার ওপর নজর রাখল। সবাই সরে গেলে কর্কির দিকে ফিরল রে। 'তুমি উঠে দাঁড়িয়ে গানবেল্টটা পরে নাও, কর্কি। কিন্তু সাবধান! খুব সবধান!'

অনিশ্চিতভাবে উঠে দাঁড়াল সে। ওর দুচোখ থেকে যেন আগুন ঝরছে। ঘুম থেকে জেগেই সাটনের হাতে পিস্তল, আর তার পিছনে কঠিন দুটো চোখ দেখতে পেয়েছে সে। ওই অল্প সময়ের মধ্যে এটাও সে খেয়াল করেছে আর সবার পিস্তল অদৃশ্য হলেও তারটা পাশেই রয়েছে। ওর চোখ দুটো একটু কুঁচকাল—ব্যাপারটা ওর মোটেও পছন্দ হচ্ছে না।

'জাসটিন,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল রে, 'তুমি আর তোমার লোকজন-কে বলছি, শোন! আমি একজন স্ট্রেঞ্জার এই এলাকা দিয়ে পথ চলছিলাম—তুমি আমার সাথে নীচ ব্যবহার করে তোমার ইচ্ছা-মত আমাকে চালাতে চেয়েছিলে! আমি নিজের ছাড়া আর কারও ইচ্ছায় চলি না। তাই স্কটের নাম কোনদিন না শুনলেও ওর সাথে দেখা করে গরু কেনার চুক্তি করেছি, এবং এখন আমি এখানেই থাকব। তুমি পেটুকের মত যা হজম হবে না তাই খেতে গেছিলে।

'তারপরেও তুমি এই কাপুরুষ পিস্তলবাজ কর্কিকে এখানে নিয়ে এসেছ তোমার হয়ে গোলাগুলি করার জন্য। শুনেছি ও নাকি দারুণ ফাস্ট! আমাকে খুঁজেও বেড়াচ্ছে।

'তোমাদের বাকি সবাই সহজ-সরল কাউহ্যাণ্ড। কোনটা ঠিক আর কোনটা অন্যায় সেটা আমার মত তোমরাও বোঝ। ঠিক আছে, আজ এখনই এই জমির ওপর আমার অধিকার আমি প্রতিষ্ঠিত করব। তোমাদের সবার পিস্তল নেয়ার পরেও কর্কিরটা নিইনি কারণ সে আমার সাথে লড়তে চায়। ওকে সেই সুযোগ আমি দেব। এর পরে তোমাদের কেউ লড়তে চাইলে তারাও সুযোগ পাবে—কিন্তু একে একে! আজ এখানকার গোলাগুলি যখন শেষ হবে—সেইসাথে লড়াইও হবে শেষ।'

জাসটিনের চোখে চোখ রাখল রে। 'বুঝেছ, স্লেড? প্রথম সুযোগ কর্কির, তারপরেই তোমার—অবশ্য তুমি যদি চাও।

কিন্তু তুমি উইলফ্রিড স্কটের কোন ক্ষতি করবে না; আমারও না। তুমি বড় দেশে একটা ছোট্ট মানুষ মাত্র। তুমি তোমার র‍্যাঞ্চটা রেখে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পার, কিংবা দেশ ছাড়তে পার!'

কথা শেষ করে আবার ফ্লেচারের দিকে ফিরল রে। 'শোন, ভাড়াটে খুনী, তোমার কোমরে পিস্তল রয়েছে, আমারটাও আমি খাপে রাখছি।' অপেক্ষারত কাউহ্যাণ্ডদের দিকে তাকাল সে। 'তুমি,' একজন বয়স্ক লোকের দিকে ইঙ্গিত করল রে। 'তুমি বললেই আমরা পিস্তল বের করব!'

কব্জির ঝটকায় সাটনের ডান হাতের পিস্তলটা খাপে ঢুকল। গার্ডের থেকে নেয়া বাম হাতের পিস্তলটা সে কোমরে গুঁজল। এবার ওর হাত দুটো কোমরের দু'পাশে সরে গেল—আঙুলগুলো ছড়ান। স্লেডের চোখ দুটো একটু কুঁচকাল, কিন্তু বাকি সবাই মনোযোগের সাথে দেখছে। পশ্চিমের মানুষদের চেনে সাটন। ওরা মানুষকে সমান-সমান সুযোগ দেয়ায় বিশ্বাসী—এমনকি আউটলকেও।

'এখন!' নীল চোখের বুড়ো চিৎকার করে উঠল। 'বের কর!'

কর্কি তার দু'হাত পিস্তল থেকে দূরে সরিয়ে নিল। 'না, না!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'গুলি ক'রো না!'

সামনা সামনি কারও মোকাবিলা করায় সে অভ্যস্ত নয়। বিশেষ করে যেখানে দুজনেরই সমান সুযোগ। ওর পিস্তল সরিয়ে না নেয়ার পিছনে একটা প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জ আর ব্যঙ্গ রয়েছে—সেইসাথে এতে সাটনের নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসও প্রকাশ পায়। এই তিনে মিলে ফ্লেচারের সব সাহস গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে।

পিছিয়ে গেল ফ্লেচার, ওর মুখ ছাই-এর মত সাদা হয়ে গেছে। 'তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন আক্রোশ নেই!' প্রতিবাদ করল সে। 'স্লেডই আমাকে তোমার পেছনে লাগিয়েছিল!'

যে লোকটা সঙ্কেত দিয়েছিল সে রাগে ফেটে পড়ল। 'উফ্, কাপুরুষ অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন আর দেখিনি! কোথায় গেল তোমার বড়াই আর সাহস? ফুটো পয়সাও দাম নেই তোমার! আর তোমাকেই আমরা টাফ্ ভেবেছিলাম!'

কর্কির দিকে কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে সাটনের দিকে তাকাল স্লেড। 'ভালই খেল্ দেখালে!' বলল সে। 'কিন্তু আমি কোন প্রেমিস্ করিনি! ওই ভীরু হতচ্ছাড়াটার মেরুদণ্ড নেই বলেই আমি এই রেঞ্জের দাবি ছেড়ে দেব না!'

'আমি বলেছিলাম লড়াই এখানেই শেষ,' শান্ত স্বরে মন্তব্য করল রে। ঝুঁকে একটা গানবেল্ট তুলে জাসটিনের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল সে। 'জলদি কবরে যেতে চাইলে এই তোমার সুযোগ!'

রাগে ওর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। সাহস তার আছে ঠিকই, কিন্তু সাটনের গত দিনের বিদ্যুৎবেগে পিস্তল বের করার ঘটনা ভোলেনি। ওর সাথে তার কোন তুলনাই হয় না। কাছেও ঘেঁষতে পারবে না সে। 'আমি গান ফাইটার নই,' রোষের সাথে বলল সে। 'কিন্তু আমি ছাড়ব না! এই রেঞ্জটা আমার!'

'আমার গরু এখানে রয়েছে, দখল আমার,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। 'তুমি যদি একবারও এদিকে আস, তবে আমি তোমাকে

খুঁজে বের করে কুকুরের মত গুলি করে মারব!'

রাগ আর হতাশা মিলিয়ে স্লেডের চেহারা অদ্ভুত একটা রূপ নিল। ওর বিশাল হাত দুটো একবার মুঠ হয়ে আবার খুলল। বিড়বিড় করে একটা গাল দিল সে। কিন্তু যা বলতে চেয়েছিল সেটা আর বলা হল না। সেই পাকা চুলের বুড়োটা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'সাটন! সাবধান!'

ঝট করে কুঁজো হয়ে ঘোরার পথেই পিস্তল বের করল রে। সাটনের চোখ যখন কর্কির ওপর ছিল তখন ভয়ে যা করতে পারেনি, এখন শত্রুর মনোযোগ অন্যদিকে থাকায় সুযোগটা নিয়েছে কর্কি। পিস্তল বের করে উপরে ওঠাচ্ছে সে, কিন্তু সাটনের গতি ঠিক সাপের ছোবলের মতই দ্রুত আর ঝাপসা দেখাল, সাথে একটা আগুনের লাল শিখা। কর্কির গুলিটা ওর পায়ের কাছে মাটি চষল। তারপর হাঁটু ভাঁজ হয়ে আধপাক ঘুরে আগুনের পাশে মাটিতে পড়ল ভাড়াটে খুনী।

সাটনের পিস্তলটা ঘুরল—কিন্তু স্লেড বা তার সঙ্গীরা কেউ এক চুলও নড়েনি। পিস্তল খাপে ঢুকাল রে। দৃশ্যটা এখনও সবার চোখের সামনে ভাসছে।

'জাসটিন,' বলল সে, 'তোমার হাত তুমি খেলেছ, আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করেছি। মনে হচ্ছে বাঁটে তুমি দুটো কালো দুই পেয়েছ।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল র‍্যাঞ্চার। অনেক দোষ আছে ওর, কিন্তু বোকামি সেই লিস্টে নেই। চরম পরাজয় সে বোঝে। 'তাই তো মনে হচ্ছে,' খেদের সাথে স্বীকার করল সে। 'যাক, এখান পর্যন্ত ট্রেইল তৈরি করতে আমাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হত। সেই কষ্ট থেকে আমি রেহাই পেলাম।'

চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরল সে। ওর লোকজনও রওনা হল। কেবল একজন বাদ রইল—সেই পাকা চুলের বুড়োটা। ওর চোখ দুটো চকচক করছে।

'দেখা যাচ্ছে সাহায্যের জন্যে তোমার কিছু লোকের দরকার হবে, সাটন। লোক নেবে তুমি?'

'নিশ্চয়!' হাসল রে। 'প্রথম কাজ, আমার ঘোড়াটাকে ধরে আনা—পায়ে চোট পেয়েছি আমি—তারপর যতক্ষণ আমি না ফিরি, এখানকার চার্জে থাক।'

স্কটের র‍্যাঞ্চে কান-ফাটা আওয়াজে খাবার ঘণ্টা বাজছে। সাটনের ডানটা উঠানে এসে দাঁড়াল।

আড়ষ্টভাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি দিয়ে উঠল সে।

ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল উইল স্কট। চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত। কাউহ্যাণ্ডরাও তাকিয়ে আছে। চারজন কাউহ্যাণ্ডই ওখানে আছে দেখে আশ্বস্ত হল রে। একজনের মাথায় পট্টি বাঁধা, আরেকজনের বাম হাত স্লিঙে ঝুলছে, তাই খেতে কোন অসুবিধা নেই ওর।

'ওদিকের কাজ সব গুছিয়ে রেখে এসেছি,' ব্যাখ্যা করল রে। 'স্লেডের সাথে উঁচু জমি নিয়ে আর কোন ঝামেলা হবে না। তাই ভাবলাম এখানে এসে নাস্তাটা সেরেই নিই।'

গোল্ডির চোখ এড়িয়ে নীরবে খাচ্ছে রে। দ্বিতীয় কাপ কফি

খাওয়ার সময়ে তার পাশে মেয়েটার উপস্থিতি অনুভব করল সে। তারপর সামনের জায়গাটা পরিষ্কার করে ওখানে একটা পাই রাখল গোল্ডি। গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে ফুলে ওঠা মোটা পাইটা ভিতরে প্রচুর রসাল ফলের আশ্বাস দিচ্ছে।

মুখ তুলে তাকাল রে। 'আমি জানতাম তুমি ফিরবে,' সহজ সুরে বলল গোল্ডি।